আহছানউল্লাহ ও জাবি শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে

নিজস্ব প্রতিবেদক
৩০ অক্টোবর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৩০ অক্টোবর ২০১৯ ০০:৪৯

উন্নয়ন প্রকল্পের টাকা দুর্নীতির অভিযোগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের অপসারণ দাবিতে টানা চতুর্থ দিনের মতো অবরোধ কর্মসূচি পালন করছেন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা। অন্যদিকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য কাজী শরিফুল আলমের পদত্যাগসহ ৯ দফা দাবিতে গতকাল বিক্ষোভ করেছেন আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

জাবিতে ‘উপাচার্য অপসারণ মঞ্চ’-এর ব্যানারে গতকাল আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা তাদের পূর্বঘোষিত সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করেন। সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো ও নতুন প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করে রাখেন তারা। ফলে টানা চতুর্থ দিনের মতো থেমে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব দাপ্তরিক কার্যক্রম। এদিকে অবরোধের মুখে উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম তার কার্যালয়ে আসেননি।

সর্বাত্মক ধর্মঘট শেষে আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ মিছিলসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলন করেন। এ সময় আন্দোলনের সমন্বয়ক অধ্যাপক রায়হান রাইন বলেন, আগামীকালও (আজ) ধর্মঘট চলবে।

এদিকে

গতকাল দুপুরে তেজগাঁওয়ে আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ^বিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সব ভবনে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা। তারা ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য কাজী শরিফুল আলমের পদত্যাগসহ ৯ দফা দাবি জানিয়েছেন।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ভারপ্রাপ্ত হিসেবে পদে আসার পর থেকে নানা রকম স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আসছেন উপাচার্য। উপাচার্য পদে ভারপ্রাপ্ত থাকাবস্থায় উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষসহ পাঁচটি পদেও ভারপ্রাপ্ত হিসেবে রয়েছেন কাজী শরিফুল আলম।

প্রশাসনিক সব পদ থেকে ভারপ্রাপ্ত ভিসির পদত্যাগ ছাড়া শিক্ষার্থীদের অন্যান্য দফার মধ্যে রয়েছেÑ এই ভিসির দায়িত্বকালে নেওয়া সব প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বাতিল করা; তার কারণে বিশ^বিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হওয়া ১০ সিনিয়র ফ্যাকাল্টিকে ফিরিয়ে আনা; সেমিস্টার বাবদ নেওয়া অর্থের হিসাব দেওয়া; ক্লিয়ারেন্সে টাকা দেওয়ার নিয়ম বাতিল ও ‘ক্যারি ক্লিয়ারেন্সে’ সর্বোচ্চ সিজিপিএ ৩ করা; অ্যালামনাই অ্যাসেসিয়েশন গঠনে সম্মতি দেওয়া; সেমিস্টারে এস্টাবলিশমেন্ট ও ডেভেলপমেন্ট সুবিধা নিশ্চিত করা; ল্যাব সুবিধা, ক্লাসরুম উন্নয়ন, ওয়াশরুম সংস্কার, নিরাপত্তা জোরদার, ক্যান্টিনের খাবার ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা; যাতায়াত ব্যবস্থা ও গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা; বিশ^বিদ্যালয়ে একটি অরাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন গঠনের অনুমতি দেওয়া।

advertisement